ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬০২
আগরতলা, ৭ জুলাই, ২০২৫

এনইসি ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি ১৪.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে

উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ (এনইসি)র সচিব সতীন্দ্র কুমার ভাল্লার-এর সভাপতিত্বে ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের আধিকারিক এবং এনইসি সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রধানদের উপস্থিতিতে ৪ জুলাই শিলংয়ের এনইসি কনফারেন্স হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন প্রস্তাব কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং এর বাস্তবায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ ত্রিপুরার পরিকাঠামোগত, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য এনইএসআইডিএস (সড়ক), এনইএসআইডিএস এবং এনইসি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে অর্থ প্রদান করে আসছে। আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট ফর ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, আগরতলায় ডায়াবেটিক গবেষণা কেন্দ্র, আগরতলা, কুলাই এবং আমবাসায় ট্রমা সেন্টার, রুখিয়া গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অনেক সাব-স্টেশন ও সরবরাহ লাইনের সম্প্রসারণ ও সংস্কার, চন্দ্রপুরের আন্ত:রাজ্য বাস টার্মিনাল, আগরতলায় এনার্জি পার্ক এবং বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি।

এনইসি ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি ১৪.২২ কোটি টাকা প্রদান করেছে। যার মধ্যে রয়েছে খোয়াই জেলার হাওয়াইবাড়িতে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জলেফায় শূকর প্রজনন খামার স্থাপন, গঙ্গানগর আরডি ব্লক এবং রইস্যাবাড়ি আরডি ব্লকের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বাস্তবায়ণ। পুকুর খনন এবং ছোট ছোট জলাশয়ের সংস্কার, ৬টি সমন্বিত বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন, ২টি আধুনিক কৃষি বাজার, ধলাই জেলায় সমন্বিত প্যাক হাউস নির্মাণ, ব্রুডার হাউস এবং পোল্ট্রি হ্যাচারি স্থাপন, বিবেকানন্দ ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুলে একটি নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।এই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে আরও রয়েছে জিএল পণ্যের উপর কর্মশালা, একটি আন্তর্জাতিক রসায়ন সম্মেলন এবং সরকার পরিচালিত অর্কিড বাগানে সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন।

তাছাড়া গত জুন মাসে অতিরিক্ত ১.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। যার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার গান্ধীগ্রামে বালিকা ছাত্রাবাসের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছিল ৪০ লক্ষ টাকা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মনুবনকুলে ধাম্ম দীপা স্কুলে মেয়েদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য দেওয়া হয়েছিল ৯১,৫৫,০০০ টাকা।

বৈঠকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ণ ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। এনইসি উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুমোদন প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু ও দ্রুত বাস্তবায়ণের জন্য সময়মত তহবিল প্রদান নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মেঘালয়ের শিলংস্থিত এনইসি সচিবালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

******